জ্যঁ বদ্রিলার সাক্ষাৎকার

‘ফ্রান্স একটি দেশ মাত্র আমেরিকা একটি ধারণা’

জ্যঁ বদ্রিলা প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক এবং মিডিয়া বিশ্লেষক। ইউরোপিয়ান গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সাংস্কৃতিক দর্শন এবং মিডিয়া সমালোচনা বিভাগের অধ্যাপক। পরাবাস্তবতার তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত এই দার্শনিকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক ডেবোরা সলোমন।

অনুবাদ করেছেন **হাসান মূর্তাজা**

ডেবোরা: গণ অসন্তোষের কারণে ফরাসি তরুণদের একটি প্রজন্ম দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত । ফ্রান্সের সবচে সম্মানিত দার্শনিক হিসেবে এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইছি।

বদ্রিলা: অবস্থা আরো খারাপ হবে। অনেকদিন ধরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কিংবা বসবাস ছিল। কিন্তু মুসলমানদের একীভূত করতে ফরাসিরা খুব একটা কিছু করেনি। কাজেই এখন বিভেদ দেখা যাচ্ছে। একক দেশ হিসেবে পরিচিতিটা বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

ডেবোরা: সম্ভবত এটাই হবার ছিল। গতবছর ফরাসি সরকার হিজাব, মাথার স্কার্ফ এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতীক সরকারি স্কুলগুলোতে নিষিদ্ধ করে আমরা এখানে (আমেরিকা) অবাক হয়েছিলাম।

বদ্রিলা: হ্যাঁ, আমেরিকার অভিবাসনের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। নানাপদের গোষ্ঠীর সমন্বয়ে আমেরিকা গঠিত। তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলেও, আমেরিকা আমেরিকাই। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে যদি একজন আমেকিানও জীবিত না থাকে, আমেরিকা তখনও থাকবে। ফ্রান্স একটি দেশ মাত্র, আমেরিকা একটি ধারণা।

ডেবোরা: বলতে চাচ্ছেন আমেরিকা গণতন্ত্রের প্রতিভূ?

বদ্রিলা: না, ক্ষমতার সিম্যুলেশন বা ছদ্মরূপ মাত্র।

ডেবোরা: ৭৬ বছর বয়সেও আপনি আপনার বিখ্যাত ‘সিম্যুলেশন’ এবং ‘সিমুলাক্রাম’ তত্ত্ব প্রচার করে যাচ্ছেন। যার মূলকথা হলো মিডিয়া পরিবেশিত চিত্র বাস্তবতার চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তব।

বদ্রিলা: আমাদের সব মূল্যবোধই ভান মাত্র। স্বাধীনতা কি? আমরা এই গাড়ি অথবা অন্য একটা গাড়ির মধ্যে বেছে নেয়ার ক্ষমতা রাখি। কাজেই ব্যাপারটি হলো স্বাধীনতার ভান।

ডেবোরা: তার মানে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা ছড়িয়ে দিতে ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছিল একথা আপনি বিশ্বাস করেন না?

বদ্রিলা: আমরা আসলে যে মাত্রার ছদ্মবেশ (masquerade) এবং অনুকরণের (Parody) মধ্যে আছি, চেয়েছি বাদবাকি বিশ্বকেও সেখানে নিয়ে যেতে, বাকি বিশ্বকে পরাবাস্তবতার পৃথিবীতে ঠেলে দিতে। যেন পুরো বিশ্বটাই সামগ্রিকভাবে হয়ে ওঠে কপট এবং আমরা তখন সর্বক্ষমতাধর। এটা একধরনের খেলা।

ডেবোরা: আপনি যখন বলেন ‘আমরা’ তখন আসলে কাদের কথা বলেন? আপনার নতুন বই ‘দ্য কন্‌সপিরেসি অব আর্টে’ আপনি এই দেশটির (ফ্রান্সের) বেশ সমালোচনা করেছেন।

বদ্রিলা: ফ্রান্স আমেরিকার সংস্কৃতির উপজাত। আমরা এর মধ্যেই আছি; কেননা আমরা বিশ্বায়িত (Globalized) জ্যাক শিরাক যখন ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে বুশকে ‘না’ বলেন, সেটা আসলে ভ্রান্তি। দেখানোর জন্য যে ফরাসিরা ব্যতিক্রম। আসলে ফ্রান্সের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

ডেবোরা: কখনো কখনো। ফ্রান্স ইরাকে সৈন্য পাঠাতে রাজি হয়নি। এই সিদ্ধান্তের সত্যিকার দ্যোতনা আছে অসংখ্য সৈনিকের জীবনে, তাদের পরিবার এবং রাষ্ট্রের কাছে।

বদ্রিলা: তা বটে। আমরা যুদ্ধের ‘বিরুদ্ধে’ কারণ এটি আমাদের যুদ্ধ নয়। কিন্তু আলজেরিয়ায় কি ঘটলো? আমরা আলজেরিয়ায় যখন যুদ্ধ করি, মার্কিনীরা তখন সৈন্য পাঠায়নি। ফ্রান্স এবং আমেরিকা একই পক্ষে। পক্ষ আসলে একটাই।

ডেবোরা: এই জাতীয় সরলিকরণের কারণেই কি লোকজন ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিরক্ত?

বদ্রিলা: ফরাসি বুদ্ধিজীবী বলে কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই। যাকে ফরাসি বুদ্ধিজীবী বলছেন, মিডিয়া তাদের নষ্ট করেছে। তারা টেলিভিশনে বক্তব্য রাখেন, প্রেসের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে মোটেই কথা বলেন না।

ডেবোরা: আপনার কি মনে হয় আমেরিকায় বুদ্ধিজীবী আছে?

বদ্রিলা: আমাদের পক্ষে ওখানে আছে সুজান সোনট্যাগ এবং নোয়াম চমসি। কিন্তু সেটা হলো ফরাসিদের উন্নাসিকতা। আমরা কেবল আমাদেরই গুনি। বাইরে থেকে যা আসে তার প্রতি নজর দেই কম। কেবল নিজেদের উদ্ভাবনকেই গ্রহণ করি।

ডেবোরা: আপনি কি সুজান সোনট্যাগের বন্ধু?

বদ্রিলা: আমাদের মাঝে মধ্যে দেখা হয়েছে, সর্বশেষ সাক্ষাৎটি ভয়াবহ। তিনি টরেন্টোতে এসেছিলেন একটি কনফারেন্সে। আমাকে দেখে বাস্তবতাকে অস্বীকার করি বলে ঝাড়লেন। ।

ডেবোরা: আমেরিকান লেখকদের লেখা পড়েন?

বদ্রিলা: অনেক আমেরিকান উপন্যাসিকের লেখা পড়ি। আপডাইক, ফিলিপ রথ, ট্রুম্যান কাপোট। আমি ফরাসি গল্পের চেয়ে মার্কিনি গল্প পছন্দ করি।

ডেবোরা: ফরাসি সাহিত্য ফরাসি তত্ত্বের খপ্পরে পড়েছে, এজন্য?

বদ্রিলা: দুঃখজনক ব্যাপারটি হচ্ছে ফরাসি সাহিত্য নিজেই উপোস করছে। এর মরার জন্য ফরাসি তত্ত্বের দরকার নেই। এটা নিজে নিজেই মারা পড়বে।

ডেবোরা: এখানে (আমেরিকা) অনেকে মনে করেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক শাখার অধ্যয়ন বিনির্মানবাদ এবং অন্যান্য ফরাসি তত্ত্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বদ্রিলা: এসব ফরাসি উপহার। ফরাসিরা মার্কিনিদের এমন একটা ভাষা দিয়েছে যা তাদের প্রয়োজন নেই। এটা অনেকটা স্ট্যাচু অব লিবার্টির মতো। কারো ফরাসি তত্ত্বের প্রয়োজন নেই।